খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-2 ● Issue- 16 ● Bardhaman ● 30 January 2025 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

● চোপায় নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত অশোক সিং-কে ফাঁসির সাজা শোনাল চুঁচুড়া পকসো আদালত। ঘটনার ৫৫ দিনের মাথায় রায় ঘোষণা করল আদালত।

● "আমি সন্তুষ্ট নই,ফাঁসি হলে অন্তত মনকে সান্ত্বনা দিতে পারতাম" ,আর জি কর মামলার রায় প্রসঙ্গে মন্তব্য করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

● আর জি করে চিকিৎসক-পড়ুয়াকে খুন ও ধর্ষণ মামলায় দোষী সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে আজীবন কারাবাসের সাজা শোনাল শিয়ালদহ আদালত।

●শিয়ালি,গুড়েঘর ও মহিষগড়িয়া সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল।

● শীতকালেও লোডশেডিং ! হুগলি বর্ধমান সর্বত্র একই ছবি।ইলেকট্রিকের বিল বাড়লেও পরিষেবা তলানিতে।জামালপুর ইলেকট্রিক অফিসের পরিষেবার হাল আরও খারাপ,অভিযোগ।

● আর জি করের ঘটনা বিরল থেকে বিরলতম নয় ! জানতে ইচ্ছে করে বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা তাহলে কোন্ গুলো ?

● আশা এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদেরও ফোন দেওয়া হবে, জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

● "আর জি কর ঘটনাতেও স্পষ্ট হল সেটিং তত্ত্ব।মমতা ব্যানার্জি যা চেয়েছেন,মোদী তাতে সায় দিয়েছে বলেই - সিবিআই সেই পথেই হেঁটেছে", আর জি কর ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা করে সমাজ মাধ্যমে বিস্ফোরক পোস্ট করলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

● " মমতা ব্যানার্জি গোটা ভারতবর্ষে জঙ্গী সাপ্লাই করার ঠিকা নিয়েছেন ", বারাসাতে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

● তর্জন গর্জনই সার। আর জি করে চিকিৎসক-পড়ুয়াকে খুন ও ধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত কেবলমাত্র সঞ্জয় রায়।এ যেন পর্বতের মূষিক প্রসব। মুখে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের কথা,চার্জশিটে নাম নেই অন্য কারও !

চোপায় পাঁচ বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত অশোক সিং'কে ফাঁসির সাজা শোনাল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন - হুগলির ধনেখালি ব্লকের গুড়াপ থানার গুড়বাড়ি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চোপায় ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত অশোক সিং'কে ফাঁসির সাজা শোনাল চুঁচুড়া আদালত।গত ১৫ জানুয়ারি চুঁচুড়া পকসো আদালতের বিচারক চন্দ্রপ্রভা চক্রবর্তী চোপায় শিশু কন্যাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত অশোক সিং'কে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।শুক্রবার ১৭ জানুয়ারি অভিযুক্ত অশোক সিং'কে ফাঁসির সাজা দেন বিচারক।ঘটনার ৫৫ দিনের মাথায় বিচার প্রক্রিয়া শেষ করে অভিযুক্তের ফাঁসির সাজা ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আলোড়ন পড়ে গেছে এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,মামলায় অভিযুক্ত ৪২ বছরের প্রতিবেশী অশোক সিংকে 'জেঠু' বলে ডাকত শিশুটি।পাঁচ বছরের মেয়ের আবদার মেটাতে সন্ধ্যায় বাজারে মাংস কিনতে

মৃত্যু দন্ড প্রাপ্ত অভিযুক্ত অশোক সিং।

গিয়েছিলেন বাবা।ঘন্টা খানেক পর বাড়ি ফিরে আর মেয়েকে দেখতে পাননি। বহু খোঁজাখুঁজির পর প্রতিবেশী অশোক সিংয়ের বাড়ি থেকে মেলে শিশুটির নিথর দেহ। শিশুটিকে লজেন্স দেওয়ার লোভ দেখিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। তারপর প্রমাণ লোপাটের জন্য শিশুটিকে খুন করে মশারি, কম্বল, বস্তা ও কাঠ চাপা দিয়ে রেখে দেয়।স্থানীয়দের সন্দেহ হওয়ায় অভিযুক্তের ঘরে ঢুকে বস্তা সরাতেই বেরিয়ে আসে মৃতদেহ। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। অভিযুক্তকে ধরে চলতে থাকে বেধড়ক মারধর। তৎক্ষণাৎ খবর যায় গুড়াপ থানায়।২০২৪-এর ২৪ নভেম্বর ঘটনার রাতেই অভিযুক্ত অশোক সিং'কে গ্রেফতার করে গুড়াপ থানার পুলিশ। পরদিন, ২৫ নভেম্বর, হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি(ডি এন্ড টি) প্রিয়ব্রত বক্সীর নেতৃত্বে গঠিত হয়

(এরপর চারের পাতায়)

সাহেব হাটতলা থেকে হাজিগড় স্টেশন পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশা

নিজস্ব প্রতিবেদন - ধনেখালি সাহেব হাটতলা থেকে হাজিগড় স্টেশন পর্যন্ত পিচ রাস্তার বেহাল

দশা।রাস্তার একদম দাঁত বের করা অবস্থা।রাস্তার পাথর উঠে গড়াগড়ি খাচ্ছে।রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করাই দায়। প্রতিনিয়ত সমস্যায় পড়ছেন পথ চলতি মানুষজন।একদম দায় সারা ভাবে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা সংস্কারের কাজ হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।মাত্র ৭/৮ মাস আগে রাস্তাটি সংস্কার হয়েছে বলে জানাচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা। অনেকেই বলাবলি করছেন,এক বছরও হয়নি,তাতেই যদি রাস্তার এই হাল হয় তাহলে বোঝাই যাচ্ছে কেমন কাজ হয়েছে ! রাস্তাটি অতিদ্রুত ভালো ভাবে সংস্কারের দাবি জানাচ্ছেন এলাকার মানুষজন।

নল আছে,জল নেই ! জল জীবন মিশন প্রকল্পে প্রায় এক বছর আগে বাড়ি বাড়ি কানেকশন দেওয়া হলেও আজ পর্যন্ত এক ফোঁটা জলও পড়েনি নল দিয়ে, অভিযোগ।প্রচন্ড সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন এলাকার মানুষজন। ধনেখালির সোমসপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশীপুর গ্রামের ছবি।

আবাস প্রাপকদের কাছ টাকা নেওয়ার অভিযোগ পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে !

নিজস্ব সংবাদদাতা - আবাস যোজনার ঘর প্রাপক দুই অসহায় বিধবা মহিলার কাছ থেকে রীতিমতো রশিদ কেটে উন্নয়ন ফি নেওয়ার অভিযোগ উঠলো তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে।অসহায় দুই বিধবা মহিলা দুজনের বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আলিপুর গ্রামে।

একজনের নাম সরস্বতী তুরী।স্বামী-সন্তানহীন এই অসহায় মহিলা লোকের বাড়িতে কাজ করে মাটির ভাঙ্গা বাড়িতে কোনরকমে দিন যাপন করেন। অপর বিধবা মহিলার নাম সবিতা দাস, বিবাহযোগ্য কন্যা ও এক পুত্রকে নিয়ে কোনো রকমে দিন কাটে তাদের। নুন আনতে পান্তা ফুরানো জোড়া তালি দিয়ে সংসারে মাথা গোঁজার ঠাঁই বলতে একটা ভাঙা কুঠির।দুজনেই মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া বাংলার বাড়ি প্রকল্পে বাড়ির প্রথম

কিস্তির ৬০,০০০টাকা পেয়েছেন।পারমিশন দেওয়ার নাম করে তাদের কাছ থেকে একেবারে রশিদ কেটে হাজার টাকা করে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে।যদিও বাংলার বাড়ি প্রকল্পে পঞ্চায়েতকে নাক গলাতে নিষেধ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরেও মুখ্যমন্ত্রীর কথাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নেওয়া হচ্ছে টাকা।ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার

নিজস্ব সংবাদদাতা - পূর্ব বর্ধমান

জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সোমবার বর্ধমান শহরের কার্জন গেট চত্বরে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন জেলাশাসক আয়েশা রানী এ।উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস,বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস,ডিএসপি ট্রাফিক

(এরপর চারের পাতায়)

আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের জীবন জীবিকা রক্ষার্থে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে আরামবাগের কামারপুকুর চটিতে রাস্তায় সবজি ফেলে বিজেপির পথ অবরোধ।

খবর সোজাসুজি
Volume-2 ● Issue- 16 ● 30 January, 2025

কাটমানি কালচার

তৃণমূল জামানায় কাটমানি কথাটা এখন বহুল প্রচলিত। এখন সবেতেই কাটমানি।রাজ্যের শাসক দলের সৌজন্যে কথাটার গুরুত্ব এখন অনেক বেড়েছে।বাচ্চা থেকে বুড়ো সবার মুখেই এখন কাটমানি।যদিও রাজ্যের শাসক প্রধান কাটমানির বিরুদ্ধে বার বার সতর্ক করছেন দলীয় নেতা-কর্মীদের। দেওয়া হচ্ছে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি। আবাস যোজনার প্রাপকদের কাছ থেকে কাটমানি নিলেই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারিও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা।মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারিকে তোয়াক্কা না করে আবাস যোজনার উপভোক্তাদের কাছ থেকে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠছে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে। কোথাও দশ হাজার, কোথাও পাঁচ হাজার, কোথাও আবার কুড়ি হাজার টাকা পর্যন্ত দাবি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই অনেক জায়গায় কাটমানি খোরদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগও দায়ের হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। কথায় বলে চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।কাটমানির বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী যতই হুঙ্কার দিন না কেন,তার দলের এক শ্রেণীর নেতা-কর্মীরা যে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারিকে থোড়াই কেয়ার করছেন তা বোঝাই যাচ্ছে। তাদের কাছে রাজনীতিটা এখন করে খাওয়ার জায়গা। জনগণ উচ্ছন্নে যাক, লুটেপুটে নেওয়ার মানসিকতায় জনগণের মসীহা সেজে দিনরাত দৌড়াদৌড়ি করছেন তারা।সকাল হলেই প্যান্ট শার্ট পরে বাবু সেজে বেরিয়ে পড়ছেন এইসব রাজনীতির কারবারিরা। এক ছটাক জমি জায়গা না থাকলেও কাটমানির দৌলতে অনেকেরই এখন প্রাসাদোপম বাড়ি, বিলাসবহুল গাড়ি।আগে যার একটা পোড়া বিড়িও জুটতো না সে এখন সিগারেট টানছে। শুধু আবাস প্রাপকদের কাছ থেকেই কাটমানি নেওয়া হচ্ছে এমনটা নয়,রাস্তা ঘাট নির্মাণ সহ যে কোনো উন্নয়ন মূলক কাজ - সবেতেই এখন কাটমানি।আর তার ফলও হাতে নাতে পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।রাজনীতির কারবারিদের কাটমানি দেওয়ার পর নিজেদের ইচ্ছামতো দায়সারা ভাবে কাজ করছেন অধিকাংশ কন্ট্রাক্টর।ফলে সদ্য বছরেই উঠে যাচ্ছে রাস্তার পিচের আস্তরণ।ঢালাই রাস্তারও একই হাল। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করার ফলে অনেক জায়গাতেই রাস্তা ঢালাই হওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই পাথর বেরিয়ে যাচ্ছে বা রাস্তা ফেটে যাচ্ছে। উন্নয়ন যেন রাস্তায় দাঁত বের করে হাসছে।বলারও কেউ নেই, দেখারও কেউ নেই।কাটমানি কালচারের কবলে পড়ে শ্মশান যাত্রা উন্নয়ন মূলক কাজের।নামেই উন্নয়ন হচ্ছে,লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে,কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।উন্নয়ন হচ্ছে এক শ্রেণীর রাজনীতির কারবারি নেতা-কর্মীদের।এখন শাসক দলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে কাটমানি কালচার।কেউ যদি নতুন বাড়ি তৈরি করার জন্য ভিত খুঁড়তে যায় সেখানেও কাটমানি দিতে হচ্ছে নেতাদের।রূপশ্রীর টাকা পাওয়ার জন্যও দিতে হচ্ছে কাটমানি,ভাবা যায়! দুর্নীতির পাঁকে হাবুডুবু খাচ্ছে শাসক দলের এক শ্রেণীর নেতা-কর্মীরা।মুখ্যমন্ত্রী যতই হুঙ্কার দিন না কেন কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।এখনই যদি কাটমানি কালচার থেকে বেরিয়ে আসা না যায় তাহলে আগামী দিনে বড় খেসারত দিতে হবে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলকে।মনে রাখতে হবে,আজ ক্ষমতা আছে,কাল নাও থাকতে পারে।মানুষ কিন্তু সব দেখছে,সব সহ্য করছে। কিন্তু সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে।বাড়ির মহিলাকে এক হাজার বা বারোশো টাকা লক্ষীর ভান্ডার দিয়ে আবাসের জন্য দশ হাজার বা কুড়ি হাজার টাকা কাটমানি নিলে তার ফল কিন্তু মোটেও ভালো হবে না। আজ নয় তো কাল সুযোগ পেলেই মানুষ জবাব দিয়ে দেবে।আঙ্গুলের এক ক্লিকেই টলিয়ে দিতে পারে সিংহাসন।যেকোনো সময় পাল্টে যেতে পারে পাশার দান।দু'হাজার উনিশ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।তাই সময় থাকতে এখনও যদি সংশোধন না হন তাহলে দু'হাজার উনিশের মতো ঘটনা আবারও ঘটতে পারে। লক্ষ্মীর ভান্ডার-ই হোক আর কৃষক বন্ধু-ই হোক,কোনো সামাজিক প্রকল্পই তখন আর রক্ষা করতে পারবে না।কারণ দান খয়রাতি দিয়ে বেশি দিন ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় না। দুর্নীতির পাঁক থেকে মুক্ত না হলে তার ফল ভোগ করতেই হবে।কেউই চিরস্থায়ী নয়।চৌত্রিশ বছরের বাম দুর্গও বালির বাঁধের মতো ভেঙে পড়েছিল।অন্যায় অত্যাচার দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষ কিন্তু একদিন রুখে দাঁড়াবেই।তখন পালাবার পথ পাবেন না। জনগণ কারো কেনা গোলাম নয়। তাই ক্ষমতার মোহে দম্ভ দেখাবেন না। কাটমানি দেওয়ার জন্য মানুষ আপনাদের ভোট দেননি। মানুষের রায়কে সম্মান দিন।সর্বদাই মনে রাখবেন, রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু হয় না। জনতা জনার্দনের রায়ই শেষ কথা।

খয়রাতির ক্ষয়ক্ষতি

পার্থ পাল

'Ode to the West wind' কবিতায় কবি পার্শে বিশি শেলি লিখে গেছেন, ' If winter comes,can spring be far behind ? ' তিনি পুনর্জন্ম নিলে বর্তমানে নিশ্চয়ই লিখতেন, 'যে দুয়ারে রেশন দেওয়া হয়, চাল-আটার ফোড়েরা কি তার থেকে দূরে থাকতে পারে !' সরকার মানুষের দুয়ারে দু টাকা কেজি চাল আটা পৌঁছে দিচ্ছে। এতে অনেক মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। তবে চাল আটা কিনতে পাড়ায় পাড়ায় ফোড়েরা ঘুরছেন কেন? দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগ উপভোক্তাই দু টাকায় পাওয়া চাল আটাকে অনেক বেশি দামে ফোড়েদেরকে বিক্রয় করছেন ফোড়েরা আবার সেগুলিকে আরো বেশি মূল্যে মিলে চালান করছেন। তাই হাতে হিসাবের পেন্সিল তুলে নিলে বোঝা যাবে, সরকারি সম্পদ সূক্ষ্ম কৌশলে হয়ে যাচ্ছে মুষ্টিমেয় মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি! অথচ প্রকৃতই অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষদের এ খয়রাতি করলে এমন অপচয় হতো না।

একইভাবে পড়ে পড়ে নষ্ট হতো না 'সবুজসাথী'র সাইকেলগুলোও। শহরের কথা ছেড়েই দিলাম, আমাদের গ্রামেঘরেও নবম শ্রেণীতে পড়ে, অথচ বাইসাইকেল নেই এমন পড়ুয়া বিরল। তাই নতুন সাইকেল পেতে তাদের তেমন আগ্রহও নেই। প্রকল্পের সাইকেলগুলির মান তেমন ভালো নয়। বিনামূল্যে পেয়ে তারা সেই সাইকেলগুলোকে বাড়িতে নিয়ে যায়। কিন্তু পড়ে থেকে, অব্যবহারের ফলে অচিরেই সেগুলি আবর্জনায় পরিণত হয়। এবং ভাঙাচোরা কিনতে আসা ছোট ব্যবসায়ীরা সেগুলিকে ওজন দড়ে কিনে নিয়ে যায়। একই কথা প্রযোজ্য স্কুল থেকে পাওয়া ব্যাগের ক্ষেত্রেও। সেগুলোর মান আধুনিক প্রজন্মের মনপসন্দ নয়। তাই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত যেকোনো একটি ক্লাসে নজর রাখলে দেখা যাবে, প্রতি পঞ্চাশ জনে মাত্র পাঁচ জন সরকারপ্রদত্ত ব্যাগ ব্যবহার করে!

এখন স্কুলপড়ুয়া প্রায় সকলেই মোবাইল চালনায় দক্ষ। নতুন টেকনোলজির নাড়ীনক্ষত্র তাদের নখদর্পণে। সেই পড়ুয়াদের মধ্যে যারা একাদশ শ্রেণীতে পড়ে তাদের সবার মোবাইল নেই এ কথা বিশ্বাস করা যায়? হয়তো হাতেগোনা

কয়েকজনের নেই। তা বলে সকলের জন্য ট্যাবের টাকা দেওয়া সাধারণ মানুষের বোধে একপ্রকার অপচয়। অনেক ছেলেমেয়ে জাল বিল বানিয়ে ওই টাকা অন্য খাতে কাজে লাগায়। অনেকে আবার সরকারের দেওয়া টাকায় নিজেদের টাকা যোগ করে আরো দামি মোবাইল হস্তগত করে। এবং সে সেই আধুনিক চলভাষটিকে পড়াশোনা বাদ দিয়ে বাকি সব কাজে ব্যবহার করে। মেতে ওঠে ফ্রি ফায়ারে।

এরই মধ্যে কন্যাশ্রী খুবই কার্যকর ও সর্বতোভাবে ভালো প্রকল্প। এর ফলে বাল্যবিবাহ অনেকটা কমেছে। তাদের মধ্যে বেড়েছে স্কুলে আসার প্রবণতাও। এমনই আরেকটি ভালো সরকারি প্রকল্প হল 'লক্ষীর ভান্ডার'। যেসব মহিলাদের বয়স যাট বছরের নিচে, যাঁরা করদাতা, চাকুরীরতা বা পেনশনভোগী নয় ; স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে রয়েছেন, তারাই 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' থেকে অনুদান পাওয়ার যোগ্য। রাজ্যে এমন প্রায় দু'কোটি মহিলা আছেন। উপজাতি সম্প্রদায়ের যাঁরা, তাঁরা পান মাসে বারোশো টাকা করে। বাকিরা পান মাসে এক হাজার। এটি পাওয়ায় পরিবারে মহিলাদের গুরুত্ব বেড়েছে; বেড়েছে তাঁদের আত্মবিশ্বাস। এর একটি হাতেগরম প্রমাণ- কয়েক বছরে রাজ্যে নতুন বিউটি পার্লার হয়েছে প্রায় বারো হাজার ! তবে কেবল এ রাজ্যেই নয় এমন জনমুখী, নারীকল্যাণকারী প্রকল্প রয়েছে অন্যান্য রাজ্যও। মহারাষ্ট্রে 'মাঝি লাডকি বহিন', মধ্যপ্রদেশে 'লাডলি বেহেনা', অসমে 'অরুণাদয়' প্রভৃতি পেয়ে লাভবান হচ্ছেন মহিলারা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দারিদ্র সীমার নিচে থাকা মানুষদের সুবিধা দেওয়া হয়। এবং সেটিই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু জনমোহিনী রাজনীতি অর্থনৈতিক যুক্তির তোয়াক্কা করবে কেন ! দিল্লির সমস্ত মহিলাদের বাসে উঠলে ভাড়া দিতে হয় না ! দক্ষিণ ভারতের দুএকটি রাজ্যেও এই নীতি বহাল রয়েছে। প্রায়শই দেখা যায়, ভোটের মুখে ধনী-দরিদ্র সব কৃষকবন্ধুরই কৃষিঋণ মুকুব হয়ে গেল ! দুর্গাপূজার আগে সমস্ত ক্লাব পেয়ে গেল মোটা অংকের অনুদান ! প্রকৃত গরিব বা দারিদ্র সীমার নিচে থাকা মানুষদের অনুদান প্রাপ্য। সেটিকে অবলম্বন করেই তাঁরা জীবনে ঘুরে দাঁড়ানোর রসদ পান। খয়রাতিকে সর্বজনীন না করলে বরং প্রকৃত গরীবদের আরো বেশি সাহায্য করা যায়। যাঁদের পরিবার অর্থনৈতিকভাবে সম্পন্ন, যাঁদের জীবনযাপন সমস্যাদীর্ণ নয়, তাঁদের অনুদান দিলে তা সঠিক কাজে ব্যবহৃত হয় না। সোজা কথায় - অপচয় হয়। আর অপচয় করলে যে অভাব হবেই তা কে না জানে !

প্রজাতান্ত্রিক গণতন্ত্রের দেশ ভারত

এম ওয়াহেদুর রহমান

ভারত বিশ্বের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশ। প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্র দুটো শব্দের অর্থ প্রায় একই। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার শুরু হয়েছে 'আমরা ভারতের জনগণ...' অর্থাৎ এই দেশে জনগণই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। আর এই প্রস্তাবনা হলো সংবিধানের অন্তরাত্মা বা নির্যাস স্বরুপ অর্থাৎ keystone of the constitution.এই দেশের মাটিতে যুগ যুগ ধরে শক,হুন ,পাঠান, মোঘল প্রভৃতি বহুজাতিক মানুষ বসবাস করছে।তবুও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়।ইংরেজদের বিশেষত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শোষণ শাসন থেকে ভারতের আপামর জনসাধারণের ত্যাগ,রক্ত ও জীবনের বিনিময়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে।ঐ দিন হিন্দু,মুসলিম,খ্রিস্টান, বৌদ্ধ,জৈন প্রভৃতি ধর্মের মানুষ আপ্লুত হয়ে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে স্লোগান দিয়েছিল বন্দে মাতরম,ভারত মাতা কি জয়।প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্র প্রধানের পদ নির্বাচনমূলক, বংশানুক্রমিক বা উত্তরাধিকারমূলক কোন রাজপদ থাকে না।এখানে জনগণের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতা স্বীকার করা হয়।ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি।রাষ্ট্রপতির পদ নির্বাচনমূলক।

তিনি পাঁচ বছরের জন্য জনগণের দ্বারা অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। এছাড়াও ভারতে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত।

ভারত ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্গত একটি স্বাধীন অঙ্গরাজ্য বা ডোমিনিয়ন(অধিরাজ্য) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তবে ভারতের নিজস্ব কোন সংবিধান না থাকায় ব্রিটিশ সরকারের ১৯৩৫ সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট দ্বারা পরিচালিত হতো। ১৯৫০ সালে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হওয়ার পূর্বাবধি অ্যালবার্ট ফ্রেডরিক আর্থার জর্জ ছিলেন এই দেশের রাজা। প্রথমে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ও পরে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী ভারতের গভর্নর নিযুক্ত হন। জওহরলাল নেহরু হন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল হন ভারতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কিন্তু ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের সংবিধান আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহীত হয়। ফলে ভারত সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্র দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি দিনটি ভারতে প্রজাতন্ত্র দিবস ঘোষিত হলেও আসলে ১৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের নিকটে পূর্ণ স্বরাজের দাবি উত্থাপন করে এবং স্থির হয় যে ১৯৩০ সাল থেকে প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি দিনটি স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করা হবে। প্রজাতন্ত্র দিবস ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন কিংবা মাইলফলক,যা দেশের জন্য গর্ব ও সম্মানের প্রতীক। এই দিনটি দেশবাসীর কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং দেশবাসীর মধ্যে দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগ্রত করে। সর্বোপরি এই দিনটি আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কথা মনে করিয়ে দিয়ে যায়।

ভেজাল ঘি তৈরির কারখানায় পুলিশের হানা,গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা - অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এবার আরও বড় পদক্ষেপ নিল নদীয়া জেলা পুলিশ। বিশেষ অভিযান চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হলো ২৫০০ কেজি ভেজাল ঘি,সাথে বাজেয়াপ্ত করা হয় ঘি তৈরীর সরঞ্জাম।নদীয়ার শান্তিপুর থানার ফুলিয়ার বুইচা ঘোষ পাড়ার ঘটনা। বিভিন্ন জায়গায় ভেজাল ঘি ছড়িয়ে পড়ার ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে পুলিশ প্রশাসনের।শনিবার রাতে একটি বিশেষ টিম গঠিত করে ফুলিয়ার বুইচা ঘোষপাড়া এলাকার তিনজন ঘি ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দেয় শান্তিপুর থানার পুলিশ। এরপর প্রত্যেকটি কারখানায় গিয়ে ভেজাল ঘি দেখে চক্ষু চরক গাছ হয়ে যায় পুলিশের। সাথে সাথেই কড়া পদক্ষেপ নিতে দেখা গেল পুলিশকে। ঘি কারখানায় হানা দিয়ে ২৫০০ কেজি ভেজাল ঘি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এছাড়াও ৪০০ কেজি ঘি তৈরির সরঞ্জামও বাজেয়াপ্ত করা হয়। ভেজাল ঘি তৈরির অভিযোগে ইতিমধ্যেই তিন জন ঘি ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতরা

হলেন অরবিন্দ ঘোষ, বিশ্বনাথ ঘোষ ও গণেশ ঘোষ।রবিবার ভেজাল ঘি প্রসঙ্গ নিয়ে শান্তিপুর থানায় একটি সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয় জেলা পুলিশের তরফে। আর সেখানেই মানুষকে সচেতন করতে বক্তব্য রাখেন নদীয়ার রানাঘাট পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার লালটু হালদার।তার কথাই যেভাবে ভেজাল ঘি বাজার সহ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে তা খুবই উদ্বেগের। পুলিশ প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা নিলেও সচেতন হচ্ছে না ব্যবসায়ীরা।তবে আগামী দিনে ব্যবসায়ীরা যদি সতর্ক না হয় তাহলে এই অভিযান লাগাতার চলতে থাকবে বলে জানান তিনি।

ফলন কম সত্ত্বে দাম নেই, হতাশ শাকালু চাষিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা - পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের সমুদ্রগড় স্টেশন সংলগ্ন বাজারে জমে উঠেছে শাকালুর বাজার। কিন্তু বাজার দরে খুশি নয়

চাষিরা।চাষিরা পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়েছেন। সমুদ্রগড়ের স্টেশন সংলগ্ন এই শাকালুর বাজারে নদীয়ার মহিশুরা ,গদখালি,বাহির চড়া, ঘোলা পাড়া, মাঝেরচড়া ,বর্ধমানের ডাঙ্গাপাড়া, মাঠের পাড়া ইত্যাদি জায়গা থেকে বিক্রি করার জন্য চাষিরা শাকালু নিয়ে আসেন। সমুদ্রগড়ের এই বাজার থেকে শাকালু রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যেমন হাওড়া ,শিয়ালদহ, পাঁশকুড়া, শেওড়াফুলি , আসানসোল, দুর্গাপুর, লক্ষীকান্তপুর সহ বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়। তবে এ বছর চাষিরা একদমই ভালো দাম পাচ্ছেন না । তারা জানান পৌষ মাসের দিকে শাকালুর বাজার দর কিছুটা ভালো থাকলেও বর্তমানে বাজার দর একদমই কম। তারা আরো জানান এই বছর ফলন অনেকটাই কম হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে যেখানে বিঘা প্রতি ৮০ বস্তা ফলন হতো এই বছর সেখানে মাত্র চল্লিশ বস্তা ফলন হয়েছে। ফলন কম তার উপরে বাজারদর একেবারেই নেই। স্বাভাবিকভাবেই হতাশ চাষিরা। সামনেই সরস্বতী পুজো। আর এই পূজো উপলক্ষে বাজারে শাকালুর চাহিদা একটু হলেও বাড়বে । তাই এখন থেকেই পূজোয় ভালো দাম পাওয়ার আশায় বুক বাঁধছেন শাকালু চাষিরা।

বেআইনি গ্যাস সিলিন্ডার রিফিলিংয়ের দোকানে পুলিশের হানা,গ্রেফতার ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা - মালদা শহর জুড়ে চলছিল বেআইনি গ্যাস রিফিলিং এর রমরমা কারবার। অভিযোগ পেয়ে একাধিক জায়গায় তল্লাশি অভিযান প্রশাসন ও পুলিশের।অভিযানে গ্রেপ্তার তিন ব্যবসায়ী।উদ্ধার শতাধিক গ্যাস সিলিন্ডার। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এলপিজি ফিলিং করার সামগ্রী।সিল করে দেওয়া হয়েছে তিনটি দোকান। মালদা শহরের আইটিআই মোড় এলাকায় হানা পুলিশের।বেআইনি ভাবে গ্যাস সিলিন্ডার রিফিলিং কারবারে যুক্ত থাকার অভিযোগে রথবাড়ি এলাকা থেকে হাতেনাতে ৩ জন ব্যবসায়ীকে ধরলেন মহকুমা শাসক।ইংরেজবাজার থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে হানা দেন মালদার মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং।অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই দোকানগুলিতে

গ্যাস সিলিন্ডার রিফিলিং করার প্রক্রিয়া চলছিল। মালদার মহকুমাশাসক পঙ্কজ তামাং জানিয়েছেন, এই ব্যবসা পুরোপুরি বেআইনি। জেলাশাসকের নির্দেশে অভিযান চালানো হয়েছে। আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় একইরকম ব্যবসা চলছে বলে অভিযোগ রয়েছে। পরবর্তীতে সেসব এলাকাতেও অভিযান চালাবে প্রশাসন।

শিপতাই বিবেকানন্দ গ্রামীণ সেবা সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত সৃজনী অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করলেন গুড়াপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী নিরন্তরানন্দ মহারাজ।উপস্থিত ছিলেন শিপতাই হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক আসরফ আলি, ছড়াকার বিজন দাস,সাহিত্যিক শ্যামাপদ ঘোষ প্রমুখ।

পাড়া বৈঠকে জেলা শাসক !

নিজস্ব প্রতিবেদন - হুগলি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ধনেখালির বেলমুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কমিউনিটি হল সংলগ্ন গোলাবাড়ি বুথ এলাকায় মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হল পাড়া বৈঠক।আবাস যোজনার ঘর,

পানীয় জল,রাস্তা সব কিছু নিয়েই বৈঠকে আলোচনা হল।উপস্থিত ছিলেন হুগলির জেলা শাসক মুক্তা আর্য,ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, মহকুমা শাসক হুগলি সদর স্মিতা স্যান্যাল সহ জেলা ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিক বৃন্দ এবং জনপ্রতিনিধি গণ।মানুষের অভাব অভিযোগ মনযোগ সহকারে শুনলেন জেলা শাসক এবং দিলেন সমস্যা সমাধানের আশ্বাস।

মহিষগড়িয়া সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল।

বিএলডিও'র অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ! সোমবার মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা বিডিও অফিসের পশুপালন দপ্তরে তালা ঝুলিয়ে দেন স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা।তাদের গোষ্ঠীর নামে যে ছাগল গুলি এসেছিল তা তাদের না দিয়ে বিএলডিও অন্য কাউকে বিক্রি করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তর এবং হুগলি জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ধনেখালি বাসস্ট্যান্ডে মঙ্গলবার থেকে শুরু হল হুগলি জেলা সবলা মেলা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র,হুগলির জেলা শাসক মুক্তা আর্য, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার কবলে পাথর বোঝাই লরি,ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক দোকান

নিজস্ব প্রতিবেদন - পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার জাড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিষগড়িয়াতে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি পাথর বোঝাই লরি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাস্তার পাশের একাধিক দোকান।শনিবার ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ মহিষগড়িয়ায় তারকেশ্বর অভিমুখে দাঁড়িয়ে থাকা পাথর বোঝাই লরিটিকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে একটি ইট বোঝাই লরি।ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে পাথর বোঝাই লরিটির।রাস্তার পাশের বেশ কয়েকটি দোকানেও ধাক্কা মারে ইট বোঝাই লরিটি।দোকানগুলোরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘাতক লরিটিকে মহিষগড়িয়া ভিমতলার কাছে আটক করে স্থানীয় বাসিন্দারা।লরিটির চালক ও খালাসি পলাতক।ইট বোঝাই লরিটি নদীয়ার কৃষ্ণনগর থেকে দশঘরার দিকে যাচ্ছিল বলে জানা গেছে। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জামালপুর থানার পুলিশ।যথাযথ ক্ষতিপূরণের দাবিতে সরব ক্ষতিগ্রস্ত লরির মালিক সহ দোকানদাররা।

২৬ তম সিঙ্গুর মেলার শুভ উদ্বোধন করলেন হাওড়ার সাংসদ প্রসুন ব্যানার্জি।উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না,আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগ, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য, হুগলি গ্রামীণের এসপি কামনাশিষ সেন,হরিপালের বিধায়ক করবী মান্না সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে পালিত হল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮ তম জন্মদিন।

হুগলি গ্রামীণ পুলিশের পোলবা থানার অভিনব উদ্যোগ।জনগণের কাছ থেকে সরাসরি অভিযোগ জমা নেওয়ার জন্য থানা এলাকায় বসানো হল ১২টি অভিযোগ বাক্স।নাম পরিচয় গোপন রেখেও আপনি এলাকায় ঘটে চলা যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে পারবেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

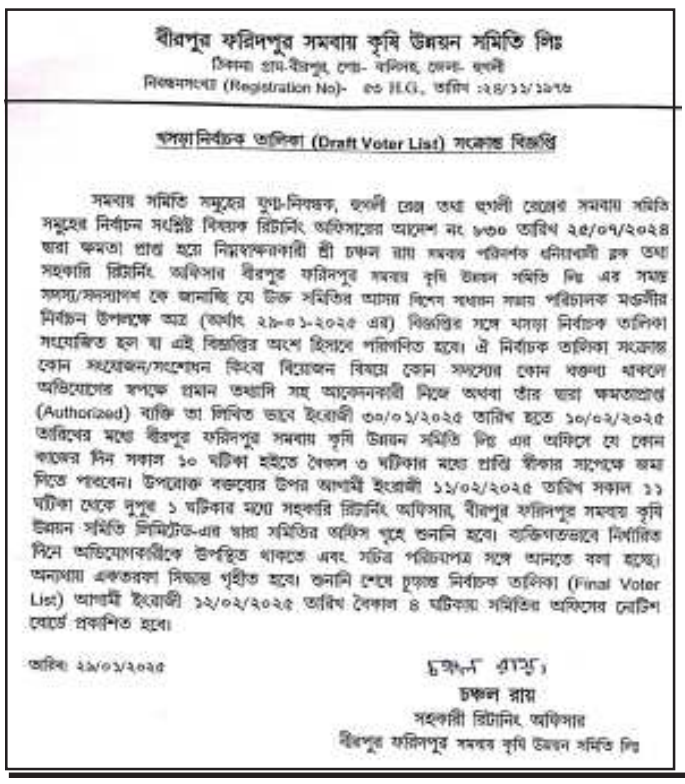

পুলিশের তৎপরতায় হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে ফিরে পেল পরিবার

নিজস্ব সংবাদদাতা - সোনামুখী ও রায়না থানা এবং শেয়ারবাজার ট্রাফিক গার্ডের তৎপরতায় হারিয়ে যাওয়া ২ বালককে ফিরে পেল পরিবার।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার ২২ জানুয়ারি দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ বাড়ির কাউকে কিছু না বলে সোনামুখীর ন'বছরের দুটি বালক সাইকেল নিয়ে তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে।দীর্ঘ সময় পার

হয়ে গেলেও তারা বাড়িতে ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং তাদের খোঁজ খবর শুরু করে।বিষয়টি স্থানীয় ভিলেজ পুলিশ জানতে পেরে তৎক্ষনাৎ এলাকার সিভিকদেরও বিষয়টি জানিয়ে দেন। এসডিপিও বিষ্ণুপুর সব থানায় বিষয়টি জানান এবং বর্ডার এলাকার পূর্ব বর্ধমান জেলার থানা গুলোকে জানিয়ে দেন। সোনামুখী থানা,শেয়ারবাজার ট্রাফিক গার্ড ও রায়না থানার যৌথ প্রচেষ্টায় শেয়ারবাজার ট্রাফিক মোড় থেকে ছেলে দুটিকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।হারিয়ে যাওয়া ছেলে ফিরে পেয়ে খুশির হাওয়া পরিবারের মধ্যে। হারানো ছেলে ফিরে পেয়ে পুলিশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছেলে পরিবারের লোকজন ও এলাকার মানুষজন।

বীরপুর ফরিদপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
ঠিকানা: গ্রাম-বীরপুর, পোঃ- বলিদহ, জেলা- হুগলী
নিবন্ধনসংখ্যা (Registration No)- ৩৩ H.G., তারিখ :২৪/১১/১৯৭৬

খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Voter List) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের মুখ্য-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট নিবন্ধক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ৬৩০ তারিখ ২৫/০৭/২০২৪ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী শ্রী চঞ্চল রায় সমবায় পরিদর্শক ধনিয়াখালী ব্লক তথা সহকারি রিটার্নিং অফিসার বীরপুর ফরিদপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাগণ কে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির আসন্ন বিশেষ সাধারণ সভায় পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচন উপলক্ষে আজ (অর্থাৎ ২৯-০১-২০২৫ এর) বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে খসড়া নির্বাচক তালিকা সংযোজিত হল যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে। ঐ নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন/সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমান তথ্যাদি সহ আবেদনকারী নিজে অথবা তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত (Authorized) ব্যক্তি তা লিখিত ভাবে ইংরাজী ৩০/০১/২০২৫ তারিখ হতে ১০/০২/২০২৫ তারিখের মধ্যে বীরপুর ফরিদপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর অফিসে যে কোন কাজের দিন সকাল ১০ ঘটিকা হইতে বৈকাল ৩ ঘটিকার মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইংরাজী ১১/০২/২০২৫ তারিখ সকাল ১১ ঘটিকা থেকে দুপুর ১ ঘটিকার মধ্যে সহকারি রিটার্নিং অফিসার, বীরপুর ফরিদপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর দ্বারা সমিতির অফিস গৃহে শুনানি হবে। ব্যক্তিগতভাবে নির্ধারিত দিনে অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকতে এবং সঠিক পরিচয়পত্র সঙ্গে আনতে বলা হচ্ছে। অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voter List) আগামী ইংরাজী ১২/০২/২০২৫ তারিখ বৈকাল ৪ ঘটিকায় সমিতির অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

তারিখ: ২৯/০১/২০২৫

চঞ্চল রায়
চঞ্চল রায়
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
বীরপুর ফরিদপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

(প্রথম পাতার পর) **পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের আনুষ্ঠানিক**

অনিন্দ্য সুন্দর ভট্টাচার্য সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিক। ২৭ শে জানুয়ারি থেকে ৩১ শে জানুয়ারি পর্যন্ত এই পাঁচ দিন ধরে চলবে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ।এদিন বর্ধমান শহরের পারবীরহাটা ট্রাফিক সিগন্যাল থেকে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়।এই শোভাযাত্রাটি কার্জন গেট চত্বরে শেষ হয়। সেখানেই প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা হয় পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের।পাশাপাশি সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ এর উপর একটি ট্যাবলো গাড়ি বের হয়। সেই ট্যাবলো গাড়ির উদ্বোধন করেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েশা রানী এ ও পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস।

মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল শিপতাই হাইস্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন - বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে শুক্রবার শিপতাই ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হল শিপতাই মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন শিপতাই মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক কুন্তল চট্টোপাধ্যায়,বিশিষ্ট সমাজসেবী অশোক দাস,খবর সোজাসুজি পত্রিকার সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক, শিক্ষানুরাগী জাকির হোসেন মল্লিক ও বিশ্বনাথ পাল, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক মনিমোহন সরকার ও দেবাশীষ পাত্র সহ বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা

বৃন্দ।বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে খেলার মাঠ ছিল সরগরম।

(প্রথম পাতার পর) **চোপায় পাঁচ বছরের শিশুকে ধর্ষণ**

স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট)।সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন হুগলি(গ্রামীণ) জেলার পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন।মামলায় তদন্তকারী অফিসার নিযুক্ত হন ধনেখালির সার্কেল ইনস্পেক্টর রামগোপাল পাল।২৪ নভেম্বরই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন কেন্দ্রীয় ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির বিশেষজ্ঞরা। ময়নাতদন্ত হয় কলকাতায়, মেডিক্যাল কলেজে গঠিত হয় তিনজন অটপ্সি সার্জেন-এর মেডিক্যাল বোর্ড। আগাগোড়া পরিবারের সঙ্গে সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন সিট-এর সদস্য তথা গ্রিভান্স অফিসার সাব-ইনসপেক্টর শশধর বিশ্বাস, যিনি প্রতি মূহূর্তে শিশুটির বাবা-মাকে তদন্ত এবং বিচারপর্বের খুঁটিনাটি সম্পর্কে অবগত রাখেন।প্রথম থেকেই এই মামলায় পেশাগত তাগিদ ছাড়াও যেন বৃহত্তর কোনও এক চালিকাশক্তি কাজ করছিল মামলায় সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যেই। হয়তো সেই কারণেই চার্জশিট জমা পড়ে ঘটনার মাত্র ১৩ দিনের মাথায়, হুগলির বিশেষ পকসো আদালতে বিচারক চন্দ্রপ্রভা চক্রবর্তীর এজলাসে বিচারপর্ব শুরু হয় ১১ ডিসেম্বর, ২০২৪। পাবলিক প্রসিকিউটর নিযুক্ত হন শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়, দ্রুত বিচারের স্বার্থে মামলাটি 'ফাস্ট ট্র্যাক' করেন বিচারক।মোট ২৭ জন সাক্ষীর বয়ান নথিবদ্ধ হওয়ার পর ৩ জানুয়ারি সমাপ্ত হয় বিচারপর্ব, এবং ১৫ জানুয়ারি, অর্থাৎ ঘটনার মাত্র ৫২ দিনের মধ্যে, অশোক সিংকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত।১৭ জানুয়ারি নির্যাতিতা নাবালিকার জন্মদিনেই রায়দান পর্বে অভিযুক্তের ফাঁসির আদেশ দিয়েছে আদালত। বেঁচে থাকলে ১৭ জানুয়ারি, ছ'বছরে পা দিত সেই নির্যাতিতা শিশুকন্যা। আদালতের রায়ে খুশির হাওয়া এলাকায়।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com